দৈনিক সংবাদ

তারিখ JUL 6 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

189

নির্মম শিক্ষিকা-প্রশ্নবোধক শিক্ষক আচরণ!

আমাদেরসহ প্রায় সবক'টি প্রধান দৈনিকে এই নির্মম সচিত্র খবরটি প্রকাশিত হয়েছে। একটি শিশুর রক্তাক্ত দেহ। খবরে প্রকাশ, স্কুল শিক্ষিকার নির্মম মারে আহত শিশু লিমন এখন স্কুলে যেতে ভয় পাচ্ছে। ক্লাস চলার সময় স্কুলের বারান্দায় টেনিস বল নিয়ে খেলার অপরাধে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র আট বছরের মাহাফুজুর রহমান লিমনকে বেদম মারধর করেছেন ক্লাস শিক্ষিকা। তার শরীরের বিভিন্ন অংশ মারাত্মকভাবে ফেটে গিয়ে রক্তাক্ত হয়েছিল। লিমন ধানমণ্ডি বয়েজ হাইস্কুলের ছাত্র। ওর বাবা ছেলেকে নিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবে গিয়ে শিক্ষিকা শিউলি বেগমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। আমরা এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ। সুষ্ঠু তদন্তসাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন, আমরা তা চাই। তবে লিমনের মতো শিশুদের নিয়ে এই ধরনের নির্মমতা একটি স্কুলেই সীমাবদ্ধ নয়। ক্লাস চলাকালীন সময়ে বারান্দায় খেলায় মত্ত আট বছরের লিমনকে উচিত শিক্ষাদানের যে নির্মম পদ্ধতি শিক্ষিকা গ্রহণ করেছেন বা যে বর্বরতা তিনি দেখিয়েছেন, তার মনস্তাত্ত্বিক পরিমন্ডল গোটা শিক্ষা বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকতার মধ্যে বিরাজিত। যার প্রকাশ সব সময় লিমনের মতো রক্তাক্ত না হলেও কোনমতেই কাঙ্ক্ষিত নয়।

সুতরাং লিমনের ঘটনায় আমরা শুধু চিরাচরিত ভাষায় শিউলি বেগমের শাস্তি দান, শিশু নির্যাতন বন্ধ এবং শিক্ষকদের শিক্ষকসুলভ আচরণ করার সাদামাটা দাবি না করে এই ঘটনার পেছনের মৌলিক সমস্যাটি যা সাধারণভাবে পরিব্যাপ্ত তার প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। এদেশে শিক্ষক আচরণে আশংকাজনক ধস নেমেছে। এর ফলে অভিভাবক সম্প্রদায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন। সরকারি অথবা বেসরকারি যাই হোক, এদেশে প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষ এবং ক্যাম্পাসে আচরণ শিশু-কিশোরদের সুস্থ মানসিকতার বিকাশ ও আধুনিক মনন গঠনের অনুকূল হচ্ছে না বলে প্রায় সকল অভিভাবকই মনে করেন। এক নিদারুণ গ্রাম্যতা এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিকতার অভাব, শিক্ষার্থীদের প্রতি অশিক্ষকসুলভ আচরণ-প্রবণতা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে বিরাজ করছে। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়; তবে তা সাধারণ প্রবণতাকে অস্বীকার করছে না। পাশাপাশি যেখানে কতিপয় ব্যয়বহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন শিশু-কিশোর মনস্তত্ত্বভিত্তিক পাঠ দান পদ্ধতি এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আচরণবিধি গড়ে তোলার প্রয়াস লক্ষণীয়, সেখানে দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এই ঘাটতি সত্যিই দুঃখজনক। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই আচরণগত সীমাবদ্ধতা অবশ্যই শিক্ষার মানকেও পিছিয়ে দিচ্ছে। সরকার পাঠ্য বিষয়সমূহ যতই যুগোপযোগী এবং আধুনিক করুন, শিক্ষকদের মানসিক অবস্থান এবং মনন তার জন্যে উপযুক্ত না হলে গোটাটাই ভেস্তে যেতে বাধ্য। শিউলি বেগমের আচরণ তারই এক নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত।

সরকার শিক্ষা খাতে প্রতিবছরই সর্বোচ্চ ব্যয় করে থাকেন। এই ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ চলে যায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্যে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্যে রয়েছে দেশব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সেখানে আধুনিক দৃষ্টিতে শিক্ষকদের আচরণ ও ব্যবহার-পদ্ধতি কি ধরনের হওয়া উচিত, শৃংখলাবোধ কেমন হবে সে সম্পর্কে বেশি গুরুত্ব দিয়েই প্রশিক্ষণ দেয়া হয় দীর্ঘ সময় ধরে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই শিক্ষকরা এই প্রশিক্ষণের ছিটেফোঁটাও বাস্তবে প্রয়োগ করছেন না। শিউলি বেগমের নির্মম আচরণে আধুনিক শিশু মনস্তত্ত্ববোধসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। সেহেতু তার শাসন পদ্ধতি একটি শিশুকে শারীরিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত করেছে, শিশুর পিতা প্রেসক্লাবে এসেছে, তাই তা সচিত্র খবর হয়েছে। সুতরাং লিমনের ঘটনার বিচার তো হতেই হবে। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। দেশের সর্বত্র শিক্ষকদের আচরণবিধি তাদের প্রশিক্ষণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে কিনা তা দেখা প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে একবার ঘুরে এলেই কর্তৃপক্ষ আমাদের এই উপলব্ধির মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারবেন।